ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১৫৮

আগরতলা, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬

এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মা কন্যা সন্তানের জন্ম দিলেন

মানবিকতা ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মেলবন্ধনে গত ৭ ফেব্রুয়ারি ঊনকোটি জেলা হাসপাতাল এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করল। ভ্রান্ত ধারনা এবং শারীরিক প্রতিকূলতাকে জয় করে স্বাস্থ্যকর্মীদের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় একজন এইচআইভি আক্রান্ত গর্ভবতী মা একটি সুস্থ কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। উল্লেখ্য, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাট মহকুমার ২৫ বৎসর বয়সী এক তরুণী গর্ভবতী হওয়ার পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুসারে যখন তাঁর প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়, তখন পরীক্ষায় ধরা পড়ে যে তিনি এইচআইভি-তে আক্রান্ত। এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে মহিলাকে মানসিকভাবে সাহস জোগানোর পাশাপাশি গর্ভাবস্থায় পুরো সময় জুড়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়, যাতে মা এবং গর্ভস্থ সন্তান উভয়েই সুরক্ষিত থাকে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি মহিলার প্রসব বেদনা শুরু হলে তাঁকে দ্রুত ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিভাগে ভর্তি করা হয়। অবস্থার গুরুত্ব বিবেচনা করে চিকিৎসকরা সিজারিয়ান অস্ত্রোপচারের জন্য সিদ্ধান্ত নেন। এর পরদিন ৭ ফেব্রুয়ারি হাসপাতাল স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নেতৃত্বে গঠিত একটি দল পরিকল্পনা অনুযায়ী বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থায় সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন করেন। তাতে তিনি একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। মা ও নবজাতক দুজনেই সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন। এই অস্ত্রোপচারের নেতৃত্বে ছিলেন স্ত্রীরোগ ও প্রসূতি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাঃ ভাস্কর রায়। এছাড়াও উক্ত অস্ত্রোপচারে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ অমিত পাল চৌধুরী, নার্সিং অফিসার কাবেরী সাহা, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুরঞ্জিত দাস ও শুভঙ্কর সাহা প্রমুখ। হাসপাতালের দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীরা চব্বিশ ঘণ্টা তাঁদের বিশেষ যত্ন নিয়েছেন যাতে সংক্রমণ বা অন্য কোনো জটিলতা সৃষ্টি না হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছেন।

*****